12720 - কারো কাপড়ে নাপাকি লাগলে সে কী করবে?

প্রশ্ন

স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব করা বা দ্রুত প্রস্রাব করার সময় যদি কিছু ফোঁটা প্রস্রাব অন্তর্বাসে লেগে যায়, তাহলে এর বিধান কী?

১. নিজেকে পবিত্র করার জন্য কি গোসল করা আবশ্যক?

২. মুসলিম ব্যক্তির কি পুরো অন্তর্বাস ধৌত করতে হবে, নাকি এমনটি ঘটলে প্রতিবার অন্তর্বাস পরিবর্তন করতে হবে, নাকি শুধু যে স্থানে প্রস্রাব লেগেছে সেটি ধৌত করাই যথেষ্ট হবে?

৩. যে ব্যক্তির অন্তর্বাসে প্রস্রাবের ফোঁটা লেগেছে, সে কীভাবে নামায আদায় করবে? আর যদি সে এই অবস্থায় নামায আদায় করে, তাহলে কি তার নামায কবুল হবে?

৪. যদি কোনো মুসলিম সন্দেহ করে যে, প্রস্রাব লেগেছিল এমন কিছু স্থান সে ভালোভাবে ধৌত করেনি, তাহলে এর বিধান কী? নামায ও পবিত্রতার উপর এর কি প্রভাব পড়বে?

৫. যে ব্যক্তি সন্দেহের মধ্যে থাকে (যে হয়তো প্রস্রাব লেগেছিল এমন কিছু স্থান সে ধৌত করেনি) এবং এই অবস্থায় সালাত আদায় করে, তার কি পুনরায় নামায আদায় করতে হবে? আর এই অবস্থায় কি তার জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা এবং কুরআন স্পর্শ করা জায়েয?

৬. এই অবস্থায় তার জন্য কোন কাজগুলো করা নিষিদ্ধ?

অনুগ্রহ করে একটি স্পষ্ট ফতোয়া প্রদান করে আমার সন্দেহগুলো দূর করুন।

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

১. মুসলিম ব্যক্তির জন্য নাপাকি (নাজাসাত) থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করার চেষ্টা করা আবশ্যক।
২. কারো কাপড়ে নাপাকি লাগলে তার উপর গোসল করা ওয়াজিব হয় না।
৩. নাপাকি দূর করার পদ্ধতি হলো তা ধৌত করা, যতক্ষণ না নাপাকির চিহ্ন দূর হয়ে যায়।
৪. নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জন করা শর্ত। যদি কেউ তা থেকে পবিত্র না হয়, তবে তার নামায

বাতলি বলে গণ্য হবে।

৫. যদি কারো কাপড়ে প্রস্রাবের কিছু ফোঁটা লাগে, তবে সে তার কাপড়ের যে অংশে লেগেছে তা ধৌত করবে, যতক্ষণ না তার প্রবল ধারণা হয় যে নাপাকি দূর হয়ে গেছে। আর সে যে অংশ ধৌত করেনি, সেটি অল্প পরিমাণ নাপাকির অন্তর্ভুক্ত হবে, যা সাধারণত ক্ষমার যোগ্য।

৬. কেউ যদি সন্দেহ করে যে, সে নাপাকি দূর করেছে, নাকি করেনি; তবে সে নিশ্চিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করবে। আর তা হলো সে নাপাকি দূর করেনি (অর্থাৎ আগের অবস্থা বহাল আছে)। অনুরূপভাবে বিপরীত ক্ষেত্রেও যদি কেউ নিশ্চিত থাকে যে তার কাপড় পবিত্র, তারপর সন্দেহ করে যে তাতে নাপাকি লেগেছে, নাকি লাগেনি; সেক্ষেত্রে মূল অবস্থা হলো পবিত্র হওয়া। কারণ সেটাই নিশ্চিত।

৭. যদি কোনো ব্যক্তি নামায শেষ করার আগে জানতে না পারে যে তার কাপড়ে নাপাকি ছিল, তবে তার নামায শুদ্ধ হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৮. কারো কাপড়ে নাপাকি থাকলে তার জন্য শুধু নামায আদায় করা জায়েয নেই। তবে কুরআন তিলাওয়াত করা বা কুরআন স্পর্শ করা ইত্যাদি অন্যান্য কাজ করা নিষিদ্ধ নয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

নাপাকি থেকে সতর্ক থাকার বাধ্যবাধকতা

একজন মুসলিমের জন্য নাপাকি থেকে দূরে থাকা এবং যথাসাধ্য তা থেকে সতর্ক থাকার চেষ্টা করা ওয়াজিব। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন: 'জেনে রেখো, এই দুই জনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, তবে কোনো বড় বিষয়ের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। তাদের একজন চোগলখুরি করে বেড়াত। আর অন্যজন তার প্রস্রাব থেকে নিজেকে বাঁচাত না।' অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে: "অন্যজন প্রস্রাব থেকে পবিত্র থাকত না।"[হাদীসটি মুসলিম (তাহারাত/৪৩৯) বর্ণনা করেন]

'প্রস্রাব থেকে পবিত্র থাকত না' এর অর্থ হলো: সে তা এড়িয়ে চলত না এবং এ থেকে সতর্ক থাকত না। তাই দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা জায়েজ এই শর্তে যে, প্রস্রাবের ছিটা কাপড় বা শরীরে লাগার আশঙ্কা থাকবে না। (9790) নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেখুন।

প্রশ্নের অন্য অংশগুলোর জবাব:

কাপড়ে নাপাকি লাগলে কি গোসল ওয়াজিব হয়?

১. কারো কাপড়ে নাপাকি লাগলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হয় না। কারণ নাপাকি লাগা ওযু বা গোসল ভঙ্গের কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। গোসল ওয়াজিব হয় বড় অপবিত্রতার কারণে, আর ওযু ওয়াজিব হয় ছোট অপবিত্রতার কারণে। নাপাকি কোনো 'হাদাস' (অপবিত্রতার অবস্থা) নয়। তাই কেউ যদি পবিত্র অবস্থায় থাকে এবং তার কাপড়ে নাপাকি লেগে যায়, তাহলে সে অপবিত্র হয়ে যায় না। এ অবস্থায় তার কর্তব্য শুধু নাপাকি দূর করা।

বান্দাকে তার কাপড় থেকে নাপাকি দূর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার বাণী:

وَثِيابَكَ فطهِّر

"এবং তোমার পোশাক পবিত্র রাখো।"[সূরা আল-মুদ্দাসসির: ৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋতুস্রাবের রক্ত কাপড়ে লাগলে বলেছেন: "তুমি তা (রক্ত) ঘষে ফেলবে, তারপর পানি দিয়ে রগড়াবে, তারপর তা ধুয়ে ফেলে সেই কাপড়ে নামায পড়বে।"[হাদীসটি বুখারী (হায়েয/২৯৭) বর্ণনা করেন] যদি নাপাকিযুক্ত বস্তুটি নিংড়ানো সম্ভব হয়, তাহলে তা নিংড়ানো আবশ্যক।

নাপাকি কীভাবে দূর করব?

২. নাপাকি ধুয়ে দূর করতে হবে যতক্ষণ না এর চিহ্ন দূর হয়ে যায়। কাপড়ে নাপাকি লাগলে শুধু কাপড়ের যে অংশে নাপাকি লেগেছে সেইটুকু ধোয়া ওয়াজিব। বাকি অংশ ধোয়া জরুরি নয় এবং কাপড় পরিবর্তন করাও আবশ্যক নয়। তবে কেউ যদি কাপড় পরিবর্তন করতে চায়, তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

নাপাকিযুক্ত কাপড়ে নামাজ পড়ার বিধান

৩. নাপাকিযুক্ত কাপড়ে নামায পড়ার বিধান প্রসঙ্গে বলব: জেনে রাখা আবশ্যক: নাপাকি থেকে পবিত্রতা নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত। কেউ যদি নাপাকি থেকে পবিত্র না হয়ে নামায পড়ে, তাহলে তার নামায বাতিল। কারণ সে নাপাকি সহকারে নামায পড়েছে। আর কেউ যদি নাপাকি সহকারে নামায পড়ে তাহলে সে এমনভাবে নামায পড়ল যেভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল চাননি এবং নির্দেশ করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত: "যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করে যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।"

কাপড়ে নাপাকি লাগার বিবিধ অবস্থা

১. যদি ব্যক্তি নিশ্চিত হয় যে নাপাকি কাপড়ের নির্দিষ্ট কোনো স্থানে লেগেছে, তাহলে সেই স্থানটি ধোয়া ওয়াজিব।

২. যদি প্রবল ধারণা হয় যে নাপাকি কোনো নির্দিষ্ট স্থানে লেগেছে।

৩. যদি নাপাকির স্থান সম্পর্কে কোন সম্ভাবনা থাকে।

তাহলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় ব্যক্তিকে অনুসন্ধান করতে হবে। যে স্থানে নাপাকি লেগেছে বলে প্রবল ধারণা হয়, সেটি ধুয়ে ফেলবে। দেখুন: ইবনে উছাইমীনের 'আশ-শারহুল মুমতি' (২/২২১)।

সামান্য (অল্প) নাপাকির বিধান

কিছু আলেম বলেছেন: কোনো অবস্থাতেই সামান্য নাপাকি ক্ষমার্হ নয়।

আবার কেউ কেউ বলেছেন: সব ধরনের নাপাকির সামান্য পরিমাণ ক্ষমার্হ। এটি ইমাম আবু হানীফার মাযহাব ও শাইখুল ইসলাম (ইবনে তাইমিয়্যা)-র নির্বাচিত অভিমত। বিশেষতঃ এমন বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে যেগুলোর দ্বারা মানুষ প্রায়শই আক্রান্ত হয়। কারণ এগুলো থেকে সতর্ক থাকা ও পবিত্র হওয়া কষ্টকর, অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কষ্ট চাপিয়ে দেননি।"[সূরা আল-হাজ্জ: ৭৮]।

তাই আবু হানীফা ও শাইখুল ইসলামের অভিমতই সঠিক। যেসব সামান্য নাপাকি থেকে বাঁচা কঠিন বলে ক্ষমার্হ, তার মধ্যে রয়েছে প্রস্রাব ঝরা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সামান্য প্রস্রাব, যদি সে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করে থাকে। দেখুন ইবনে উছাইমীনের 'আশ-শারহুল মুমতি' (১/৩৮২)।

আর সামান্যের সীমানা হলো— মধ্যম শ্রেণির মানুষ যেটাকে 'বেশি' বলে গণ্য করে, সেটা বেশি; আর যেটাকে তারা 'সামান্য' বলে গণ্য করে, সেটা সামান্য।"

সুতরাং বলা যায়: মূলনীতি হলো কারো কাপড়ে প্রস্রাবের কয়েক ফোঁটা লাগলে সে যতটুকু লেগেছে ততটুকু ধুয়ে ফেলবে যতক্ষণ না নাপাকি দূর হওয়ার প্রবল ধারণা হয়। আর যেটুকু ধোয়া যায়নি সেটা উপরে উল্লিখিত ক্ষমার যোগ্য সামান্য নাপাকির অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

নাপাকি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে এর বিধান

নাপাকি সম্পর্কে যে জানত না তার ব্যাপারে শাইখ ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হলে তনিি বলনে:

“যদি সে নামায শষে হওয়ার পরইে কবেল নাপাকরি বষিয়টি জানতে পার,ে তাহলে তার নামায শুদ্ধ। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে থাকা অবস্থায় জবিরীল আলাইহসি সালাম তাঁকে জানালনে যে তাঁর জুতায় ময়লা রয়ছে,ে তখন তনিি জুতা খুলে ফলেলনে। কন্তিু নামায নতুন করে শুরু করলনে না। একইভাবে কউে যদি নামাযরে আগে নাপাকরি কথা জনেে থাক,ে তারপর ভুলে গয়িে নামায পড়ে ফলেে এবং নামাযরে পরে মনে পড়ে; তাহলওে তার নামায শুদ্ধ। এটি আল্লাহ তাআলার এই বাণীর আলোকে: “হে আমাদরে রব, আমরা যদি বস্মিৃত হই বা ভুল করি তাহলে আমাদরেকে পাকড়াও করো না। ...”

আর যদি নামাজে থাকা অবস্থায় কাপড়ে নাপাকি আছে কনিা এমন সন্দহে হয, তাহলে নামায ছড়েে দওেয়া জায়যে নইে; চাই সে ইমাম হোক বা একাকী নামাযী। বরং তার কর্তব্য নামাজ পূর্ণ করা।"[ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে বায (১২/৩৯৬-৩৯৭)]

নাপাকি দূর হয়ছেে কনিা এ বষিয়ে সন্দহেরে বধিান

৪. নাপাকি দূর হয়ছেে কনিা সে বষিয়ে সন্দহেরে মাসআলা: কাপড়ে নাপাকি লাগলে এটি মূল অবস্থা হসিবেে প্রতষ্ঠিতি হয় এবং এ মূল অবস্থাটি নশ্চিতি বষিয়, যতক্ষণ না তা দূর হয়। সুতরাং যদি সন্দহে হয় যে নাপাকি দূর করা হয়ছেে কনিা, তাহলে নশ্চিতি বষিয়রে উপর নর্িভর করব।ে আর তা হলো নাপাকি এখনো দূর হয়নি।

এর বপিরীত,ে যদি কউে নশ্চিতি থাকে যে সে পবত্রি, তারপর সন্দহে হয় যে তার কাপড়ে নাপাকি লগেছেে কনিা; তাহলে বলা হবে যে মূল অবস্থা হলো পবত্রিতা। কারণ সটোই নশ্চিতি।

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলনে: ‘একজন মানুষরে কাপড়রে মূল অবস্থা হলো পবত্রি হওয়া, যতক্ষণ না শরীর বা কাপড়ে নাপাকি লাগার ব্যাপারে নশ্চিতি হয়। এই মূলনীতরি সপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী প্রমাণ দয়ে, যখন এক ব্যক্তি নামাযে কছিু অনুভব করার (অর্থাৎ অযু ভাঙার) অভযিোগ করলনে, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: “সে ততক্ষণ পর্যন্ত নামায ছাড়বে না যতক্ষণ না শব্দ শুনতে পায় বা গন্ধ পায়।”

তাই যদি ব্যক্তি বষিয়টি সম্পর্কে নশ্চিতি না হয, তাহলে মূল অবস্থা হলো পবত্রিতা। কাপড়ে নাপাকি লাগার প্রবল ধারণা হতে পার,ে কন্তিু যতক্ষণ নশ্চিতি না হওয়া যায় ততক্ষণ মূল অবস্থা হলো পবত্রিতা বহাল থাকা।’[ফাতাওয়া ইবনে উসাইমীন (১১/১০৭)]

৫. কাপড়ে নাপাকি থাকা অবস্থায় কবেল নামায পড়া নষিদ্ধি, এমনকি যদি অপবত্রি অবস্থা (হাদাস) থকেে পবত্রি থাকে

তবুও। অন্যান্য আমল, যমেন কুরআন তলিাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদত; সগেুলো নষিদ্ধি নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।